দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 17 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

শহীদুল আলমের দৌরাত্ম্যে বিয়াম স্কুল ও কলেজে বিশৃঙ্খলা॥ ভেঙ্গে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম

রাশেদ মেহেদী ॥ বিয়ামের মহাপরিচালক হিসেবে চুক্তি বাতিল হলেও বহাল আলোচিত সাবেক সচিব শহীদুল আলম এখন পর্যন্ত নিজেকে বিয়ামের মহাপরিচালক হিসেবে জাহির করছেন। চলতি বছরের ১৬ নবেম্বর তাঁর চুক্তির মেয়াদ বাতিল হলেও গত ৯ ডিসেম্বর পাঠানো একটি চিঠির খামে নিজেকে লিখিতভাবে মহাপরিচালক উল্লেখ করেছেন। শহীদুল আলম শনিবার রাতে হাওয়া ভবনে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া বিয়াম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক না থাকলেও বিয়াম প্রকল্পের নীতিমালা লঙ্ঘন করে স্রেফ গায়ের জোরে দখল করে রেখেছেন বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এবং বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির পদ। ফলে ১৬ নবেম্বরের পর থেকে বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ পরিচালিত হচ্ছে কার্যত সভাপতির পদ ছাড়াই। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়ার জন্য তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ লঙ্ঘন করে কমিটি গঠনের জন্য চিঠি দিয়েছেন ঢাকা বোর্ডকে। এ দিকে বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে চলতি বছর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছে। স্কুলে কোড নং ভুলের কারণে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র চলে গেছে তেজগাঁও বালক বিদ্যালয়ে এবং ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনের ভুল তালিকা দেয়ার কারণে নতুন করে এসআইএফ ফরম পূরণ করতে হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কারণে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠার মাত্র দু'বছরের মধ্যে চারজন অধ্যক্ষ বদল এবং ৫৫ শিক্ষক চাকরি ছেড়ে যাওয়ার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমেও চলেছে চরম বিশৃঙ্খলা। এসএসসির শিক্ষার্থীরা টেষ্ট পরীক্ষায় একাধিক বিষয়ে ফেল করেছে, ব্যবহারিক ক্লাস হয়নি। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, তাঁরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে চরম হতাশ। তাঁরাও এই বিশৃঙ্খলার জন্য শহীদুল আলমের একচ্ছত্র আধিপত্যকেই দায়ী করেছেন।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১৬ নবেম্বর বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিয়ামের মহাপরিচালক পদে থাকা সাবেক সচিব শহীদুল আলমের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিয়াম ছাড়েননি শহীদুল আলম। বিয়াম সূত্র জানায়, চুক্তি বাতিলের পর ২০ নবেম্বর থেকে তিনি মহাপরিচালকের পাশেই অবস্থিত তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান কোয়ালিটি এডুকেশন ফাউন্ডেশনে এর কার্যালয়ে বসতে থাকেন। তবে চলতি মাসের ১২ তারিখ থেকে তিনি আবার বিয়াম মহাপরিচালকের কক্ষে বসছেন। অনুসন্ধানে বিয়াম ফাউন্ডেশন সূত্র থেকে পাওয়া নথিপত্রে দেখা যায়, গত ৯ ডিসেম্বর তিনি বিয়াম মডেল ও স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষকে একটি চিঠি দেন। এই চিঠির ভেতরে নিজের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন 'চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা।' তবে খামের ওপর প্রেরক হিসেবে নিজের নামের নিচে পদবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, 'মহাপরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন।' সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে শহীদুল আলমের ঘনিষ্ঠজনরা প্রচার করছেন, শহীদুল আলম আবারও বিয়ামের মহাপরিচালক হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাচ্ছেন। ১২ ডিসেম্বর থেকে শহীদুল আলম আবারও মহাপরিচালকের আসনে বসার কারণে এই প্রচার অনেকে বিশ্বাসও করছেন।

নথিপত্র অনুসন্ধানে দেখা যায়, বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ সরকারের 'ঢাকা মহানগরীসহ ৬টি বিভাগে ১১টি উচ্চ মাধ্যমিক মডেল বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায়। প্রকল্পের শর্তে গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যান অথবা শিক্ষা সচিবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ২০০৫ সালের আগষ্ট মাসে শহীদুল আলমের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে পদাধিকার বলে বিয়াম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকে অনুমোদন দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে অনুযায়ী শহীদুল আলম এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবর্নিং বডির সভাপতির পদে ছিলেন। এই শর্ত অনুযায়ী, গত ১৬ নবেম্বর বিয়ামের ডিজি পদ থেকে তাঁর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিলের পর তিনি আর এই প্রতিষ্ঠানের গবর্নিং বডির সভাপতি নন। এর মধ্যে গত ১৩ নবেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি চিঠির মাধ্যমে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবর্নিং বডির রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃত ব্যক্তিরা সভাপতির পদে আছেন, সেসব কমিটি বাতিলের নির্দেশ দিয়ে নতুন এডহক কমিটি গঠনের জন্য স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষদের নির্দেশ দেয়া হয়। ঢাকা বোর্ড সূত্র জানায়, অন্যান্য মডেল কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতির পদ নিয়ম অনুযায়ী পূরণ করা হলেও ঢাকাস্থ বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজের সভাপতির পদ এখন পর্যন্ত শূন্য রয়েছে। এর কারণ হিসেবে সূত্র নথিপত্র উল্লেখ করে জানায়, গত ২ ডিসেম্বর বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ এডহক কমিটি গঠনের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শকের কাছে চিঠি দিয়েছেন। আবার শহীদুল আলম নিজেকে ওই প্রতিষ্ঠানের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে বহাল রাখার আবেদন জানিয়ে তাঁর স্বাক্ষরিত আর একটি চিঠি বোর্ড চেয়ারম্যানের কাছে দিয়েছেন। ফলে এ ব্যাপারে বোর্ড কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে মতামত চেয়ে একটি আবেদন শিক্ষা সচিব বরাবর পাঠিয়েছে। এখন পর্যন্ত এর কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করা যায় খোদ শহীদুল আলমের নিজের একটি চিঠি থেকেই। বিয়াম ফাউন্ডেশন সূত্র থেকে পাওয়া নথিপত্রে দেখা যায়, গত ৯ ডিসেম্বর শহীদুল আলম বর্তমান অধ্যক্ষকে একটি সতর্কীকরণ চিঠি দেন। এই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে না জানিয়ে গোপনীয়ভাবে প্রতিষ্ঠানের গবর্নিং বডি গঠনের জন্য নিজ স্বাক্ষরে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বরাবর পাঠিয়েছেন। তিনি গবর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে বিয়াম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের নাম প্রস্তাব করেছেন। অধ্যক্ষার উচিত ছিল সভাপতিকে না জানিয়ে কোয়ালিটি এডুকেশন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সভাপতি করে নতুন গবর্নিং বডির প্রস্তাব পাঠানো। ইতোমধ্যে বিয়াম ফাউন্ডেশন পরিচালনাপর্ষদের সিদ্ধান্তের আলোকে কোয়ালিটি ফাউন্ডেশন ও বিয়াম ফাউন্ডেশনের মধ্যে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।" নথিপত্রে দেখা যায়, চলতি বছরের ১০ আগষ্ট শহীদুল আলম বিয়াম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক থাকার সময় তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কোয়ালিটি এডুকেশন ফাউন্ডেশন (তিনি নিজেই এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা অনুযায়ী সরকারী প্রতিষ্ঠান বিয়াম ফাউন্ডেশনের অধীনে পরিচালিত স্কুল ও কলেজ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কোয়ালিটি এডুকেশন ফাউন্ডেশনের নামে পরিচালিত হবে। অর্থাৎ শহীদুল আলম বিয়াম ফাউন্ডেশনের ডিজির পদ ব্যবহার করে বিয়ামের সরকারী সম্পত্তি ও সরকারী অর্থে নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর ব্যক্তিগত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আওতায় নিয়েছেন, যা সরাসরি অনৈতিক এবং বড় ধরনের দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে। এই সমঝোতা স্মারকে কোয়ালিটি এডুকেশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে যিনি স্বাক্ষর করেছেন তার নাম নেই এবং স্বাক্ষরও অস্পষ্ট। বোর্ড সূত্র জানায়, নিয়ম অনুযায়ী চলতি বছরের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং এই সময়ের মধ্যে অবশ্যই স্কুলের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে বিয়াম ফাউন্ডেশনের সভাপতি হবেন। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কোয়ালিটি এডুকেশন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ ব্যবহার করে গবর্নিং বডির সভাপতি হতে চাচ্ছেন, যা বোর্ডকে বিপাকে ফেলেছে। এ জন্য দায় এড়াতেই এ বিষয়ে মতামত চেয়ে শিক্ষা সচিবের কাছে মতামত চাওয়া হয়েছে।

এ দিকে বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ এবং বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল কলেজ থেকে এইচএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে চরম বিপদে পড়েছে। ঢাকা বোর্ড সূত্র জানায়, প্রায় দেড় বছর আগে বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য এসআইএফ ফরম পূরণ করতে গিয়ে ভুল করে স্কুল কর্তৃপক্ষ তেজগাঁও সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের কোড ব্যবহার করে। ফলে সব শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ড চলে যায় ওই বালিকা বিদ্যালয়ে। প্রায় সাত মাস পর এই ভুলের কথা বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল কর্তৃপক্ষ জানতে পারে এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিয়ে আসে। কয়েক অভিভাবক জানান, এসএসসি পরীক্ষার জন্য মনোনীত নয়জন শিক্ষার্থীর নয়জনই টেষ্ট পরীক্ষায় কোন না কোন বিষয়ে ফেল করেছে। সারাবছর তাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসও হয়নি। এর কারণ হিসেবে তারা শহীদুল আলমের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ঘন ঘন শিক্ষক ও অধ্যক্ষ বদলের কথা জানান। মাত্র দু'বছরে এ প্রতিষ্ঠানের ৫৫ শিক্ষক চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। চারবার অধ্যক্ষ বদল হয়েছে বলে বিয়াম ফাউন্ডেশন সূত্র জানায়। এ ছাড়া মডেল স্কুল ও কলেজের ১৯ জন এইচএসসির পরীক্ষার্থীর ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনে মারাত্মক ভুলের জন্য তাদের রেজিস্ট্রেশন স্থগিত করে ঢাকা বোর্ড। পরে কর্তৃপক্ষ ভুল স্বীকার করে চিঠি দিলে নতুন করে এসআইএফ ফরম পূরণের প্রক্রিয়া চলছে। এসব ব্যাপারে আলাপ করলে বর্তমান অধ্যক্ষ সায়মা বানু ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচন এবং স্কুলের কোড নম্বরে ভুলের কথা স্বীকার করে বলেন, তিনি গত ৯ আগষ্ট দায়িত্ব নেয়ার আগেই এসব ভুল হয়েছে। তিনি এই ভুল সংশোধন করছেন। তবে তিনি আর কোন বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি। এ বিষয়ে আলাপ করার জন্য শহীদুল আলমের দফতরে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন বলে জানানো হয়।

এখনও বিয়ামের ডিজি তিনি!